২

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি দয়ালু ও মেহেরবান

(সুরা ফাতিহা, আয়াত ১)

দাদার উপদেশ

সাকিব আর সাদী তাদের নানার সঙ্গে বাগানে ফল পাড়ছিল। সাদী গাছে ওঠে ফল পাড়ছিল আর সাকিব নিচে থেকে সেগুলো ঝুড়িতে রাখছিল। নানা তাদের ডেকে বললেন, 'সোনামনিরা, বিসমিল্লাহ বলে ফল পাড়ো এবং বিসমিল্লাহ বলে ঝুড়িতে রাখো, যাতে আমাদের কাজ আল্লাহর নামে শুরু হয়।'

সাকিব আর সাদী ফল পাড়ায় এত ব্যস্ত ছিল, তারা নানার কথা শুনলই না।

দেখতে দেখতে ফলের ঝুড়ি ভরে গেল। নানা ঝুড়িটি উঠানোর সময় বললেন, 'বিসমিল্লাহ! আল্লাহ, তুমি আমাদের ফলে বরকত দান করো।' এই কথা বলে তিনি ঝুড়িটি বারান্দায় নিয়ে রাখলেন।

সাদী গাছের উপর থেকে জিজ্ঞেস করল, 'নানাভাই, তুমি বার বার বিসমিল্লাহ আর আল্লাহর নাম বলছো কেন?'

নানা বললেন, 'নানুভাই, যখন আমরা কোনো কাজ বিসমিল্লাহ এবং আল্লাহর নামে শুরু করব তখন আমাদের কাজ সকল বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত থাকবে এবং আল্লাহ আমাদের কাজে বরকত দান করবেন।'

সাকিব আর সাদী বলে উঠল, 'সত্যি নানাভাই?'

নানা মুচকি হেসে বললেন, 'হুম নানুভাই, নানার উপদেশ কখনো ভুলে যেয়ো না।'

সালাম দেয়া

فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ

তাদেরকে বলুন, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক
(সুরা আনআম, আয়াত ৫৪)

আয়েশা, কিছু ভুলে যাওনি তো

আয়েশার আব্বু-আম্মু তার স্কুল থেকে ফেরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একটু পর আয়েশা স্কুল থেকে এল। তার আম্মু ঘরের দরজা খুলে দিলেন। আয়েশা ঘরে ঢুকে সোজা নিজের কামরায় চলে গেল। স্কুলের পোশাক খুলে সে হাত ধুয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে বসল।

আয়েশার আব্বু তাকে দেখে বললেন, 'মামনি, তুমি তো আমাদের প্রতিবেশীর বিড়ালের মতো হয়ে গেছো।'

আয়েশা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কীভাবে বিড়ালের মতো হয়ে গেলাম?'

আব্বু বললেন, 'তুমি দেখোনি, প্রতিবেশীর বিড়াল কাল আমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। সে চুপিচুপি আমাদের ঘরে ঢুকেছিল, কাউকে সালাম পর্যন্ত দেয়নি। তুমিও তার মতো ঘরে ঢুকে সালাম দাওনি।'

আয়েশা লজ্জা পেল। সে খাবার টেবিল থেকে উঠে আবার দরজার কাছে গিয়ে জোরে সালাম দিল, 'আসসালামু আলাইকুম!'

আব্বু-আম্মু বললেন, 'ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ!'

আয়েশা এবার খুশিমনে খাবারের কাছে এসে সবার সঙ্গে খেতে বসল।

অপচয় করো না

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ্ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না
(সুরা আনআম আয়াত ১৪১)

আমার কাছে অনেক খাবার

তামান্না পার্কে এসে তার টিফিনবক্স খুলল। টিফিন খুলে সে বলল, 'আমার আম্মু এত খাবার দিয়েছে যে সেগুলো খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।'

তার বান্ধবী নাবিলা বলল, 'তাহলে এত খাবার তুমি কী করবে?'

তামান্না বলল, 'যতটুকু পারি খাব, বাকিগুলো পার্কের পাশে গাছের নিচে ফেলে দেব।'

নাবিলা বলল, 'এমন করা ঠিক হবে না, এমন করলে তো অনেক খাবার নষ্ট হবে।'

তামান্না বলল, 'কিন্তু এগুলো তো বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারব না। ততক্ষনে খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আবার আম্মু ভাববে আমি কিছুই খাইনি। তখন আম্মু বকবে।'